সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৫

বিদ্যমান জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকার নিম্নে বর্ণিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০০৫ প্রণয়ন করেছেন।

২। (ক) যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয় যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদানের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

(খ) দারিদ্র বিমোচন, জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু জলমহাল মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

(গ) বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে কিছু জলমহাল স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

(ঘ) জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন ও ইকোলোজিক্যাল ব্যালেন্স রক্ষার জন্য কয়েকটি বৃহৎ হাওর এলাকার জলমহাল কয়েকটি প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

(ঙ) খাস পুকুর ও পুকুর জাতীয় কিছু বদ্ধ জলাশয় স্থানীয় সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ এর ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা হয়েছে।

৩। যে সকল জলমহাল মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ন্যস্ত করা হবে সে সকল জলমহালের বার্ষিক ইজারামূল্য/ রাজস্ব/ আয় প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৩০ শে চৈত্র্যের মধ্যে সরকারের জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/ ৪৬৩১/০০০০/১২৬১" কোডে জমা প্রদান করবেন। প্রকল্প পরিচালক/ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জমাকৃত অর্থের বিবরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে ১৫ই বৈশাখের মধ্যে প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অনুলিপি দিবেন।

৪। সমঝোতা স্মারকের (...) ভিত্তিতে যে সকল জলমহাল (ক) মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় , (খ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (গ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, (ঘ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ন্যস্ত করা হবে সেসকল জলমহালের ব্যবস্থাপনা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করবেন।

৫। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / প্রকল্পে ন্যস্তকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র-বিমোচন, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে জলমহলগুলির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতি বছর ৩০শে চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ান প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করবেন। জেলা কমিটির মুল্যায়ন এর ভিত্তিতে পর পর ২ বছর যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত কোন প্রকল্পভুক্ত জলমহাল কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রকল্প

ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রত্যার্পিত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

৬। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্দ্ধে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

১। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকৃতি মৎস্যজীবিদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্দ্ধে বদ্ধ জলমহাল ৪-১০ বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকৃতি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে ইজারা দেওয়া যাবে। আগ্রহী সমিতির আবেদন পত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

ক) উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ (প্রকল্পছকে)

খ) মৎস্য জীবী সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি

গ) সভাপতি ও সম্পদবের সত্যায়িত ছবি

ঘ) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারী বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্র ।

২। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য কোন মৎস্য জীবী সমবায় সমিতির ভূমি মন্ত্রণালযের আবেদন করলে তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হবে। জেলা প্রশাসক জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় ৬ (১)অনুচ্ছেদের তথ্যাবলীসহ উক্ত সমিতির যোগ্যতা ও কার্যক্রম যাচাই-বাছাই করে মতামতসহ একটি সুনিদিষ্ট প্রতিবেদন ২ মাসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করবেন।

৩। আবেদনকারী সমিতি সমূহ তাদের আবেদনের সাথে তাদের প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ১০% জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাপট-পে-অর্ডার সংযুক্ত করে দিবেন । উক্ত টাকা ইজারা প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

৪। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির যদি কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে কোন জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়

ইজারা প্রদানের জন্য ৬ (১), (২) , (৩) অনুচ্ছেদের আলোকে জামানত ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন ----- প্রেরণ করেন সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত জলমহালের ইজারা বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া শুধু মাত্র ঐ জলমহালটির টেন্ডার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

৫। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তিত বছরের ইজারা মূল্যের উপর কমপক্ষে ১৫% বর্তিত হারে ইজারা মুল্যে নির্ধারণ করতে হবে। এবং ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করতে হবে। কোন সমিতিকে ৪ বছরের অধিক সময়ের জন্য ইজারা দেওয়া হলে ৪র্থ বছরের ইজারা মূল্যের উপর ৫% বর্তিত হারে পরবর্তিগুলোতে ইজারা মূল্য ধার্য্য ও আদায় করতে হবে।

৬। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকুলে নির্ধারিত মুল্যে নিদিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা / বন্দোবস্তের গ্রহীতা প্রথম বছরের সাকুল্য ইজার মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলায় (জলমহাল ও পুকুর ইজারা -১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে) জমা প্রদান করবেন। প্রথম বছরের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালটির দখল বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দিবেন।

দ্বিতীয় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মুল্য ১ম বছরের ১৫ই চৈত্র্যের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারা মুল্যের সহিত সমন্বয় করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা/ বন্দোবস্ত জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

৭। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কিনা জলমহারটির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহার কমিটি প্রতি বছর ৩১ শে চৈত্র্যের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৮। কোনক্রমেই কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ০৩ (তিন) টির অধিক জলমহাল উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইজারা / বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না।

৭। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক টেন্ডারের মাধ্যমে ২০ একরের উর্দ্ধে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

(১) ২০ (বিশ) একরের উর্দ্ধে বদ্ধ জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি টেন্ডারের মাধ্যমে ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করবে। পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্যের উপর ১৫% বর্ধিত হারে সরকারী ইজারা মূল্য ধার্য করে প্রথমে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মধ্যে (সীমাবদ্ধ) টেন্ডার আহবান করতে হবে। প্রথমবার টেন্ডারে ধার্যকৃত সরকারী মূল্যে উপযুক্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি না পাওয়া গেলে ২য় বার সকলের জন্য উন্মুক্ত টেন্ডার আহবান করে জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে। সরকারী রাজস্ব আয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে একাধিকবার টেন্ডার আহবান করা যাবে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীন ২০ একরের উর্দ্ধে বদ্ধ জলমহাল ইজারা/ বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য নিম্নরূপ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠণ করা হলোঃ-

(ক) জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(গ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(ঘ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদস্য

(চ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) সদস্য-সচিব

সভাপতিসহ নুন্যতম তিনজন সদস্য নিয়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে তার অধীনস্থ যে কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকের স্থলে সভাপতি হবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহের জেলা প্রশাসকগণ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য থাকবেন। তাছাড়া আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে উক্ত জলমহালের অবস্থান যে জেলায় অধিক হবে সে জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাঃ), জেলা মৎস্য অফিসার, জেলা সমবায় অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদস্য এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরকে সদস্য সচিব করে বিভাগীয় কমিশনার আন্তঃজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা গঠন করবেন।

প্রতিবছর ইজারা যোগ্য জলমহালের তালিকা তৈরী করে জেলা প্রশাসকগণ ১ লা মাঘ হতে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে টেন্ডার আহবান করবেন। ১৫ ফাল্গুনের পূর্বে ১ম টেন্ডার দাখিলের তারিখ ধার্য করতে হবে। প্রথম টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে কোন দরপত্র পাওয়া না গেলে পরবর্তী টেন্ডার দাখিলের সময়সীমা সংকোচনপূর্বক দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে। অনিবার্য কারণ বশতঃ টেন্ডারের তারিখ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরে লিখিত নোটিশ টেন্ডার দাখিলের স্থানে জারি করতে হবে।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অর্ন্তভুক্তি, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/ বৃদ্ধি তফসীল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে টেন্ডার আহবানের পুর্বে জেলা প্রশাসকগণ বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্তে টেন্ডার ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পরিষদ কার্য্যালয়সমূহ হতে বিক্রি করতে হবে। একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র ও একটি স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রে (যদি থাকে) টেন্ডারের নোটিশ প্রদান করতে হবে। টেন্ডার আহবানের সময়সূচী ১৫ দিন পূর্বে জেলা ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ের সকল গুরূত্বপূর্ণ সরকারী, আধা সরকারী দপ্তরসমূহে ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভুমি অফিসে (তফসিল অফিসে) টেন্ডার নোটিশ টাঙ্গিয়ে জারী করতে হবে। পাচঁ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের জলমহালের টেন্ডার ফরমের মূল্য ৫০০/- (পাচঁশত) টাকা এবং তদুর্ধের মূল্যমানের জলমহালের জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকায় টেন্ডার ফরম বিক্রি করতে হবে। টেন্ডারে উদ্ধৃত মূল্যের ০% তফসিলী ব্যাংক এর ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের অনুকূলে জামানত হিসাবে প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে টেন্ডার জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে একই দিনে একই সময় দাখিল করতে হবে। সভাপতি অথবা তার একজন প্রতিনিধি অবশ্যই টেন্ডার খোলার সময় উপস্থিত থাকবেন এবং সর্বোচ্চ বৈধ দরদাতার নাম টেন্ডার খোলার স্থানে প্রকাশ্যে ঘোষনা করতে হবে। টেন্ডার দাখিলের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা করে টেন্ডারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

টেন্ডারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে ৩ (তিন) টি বৈধ দরপত্র এর প্রয়োজন হবে। প্রথম টেন্ডারে কোন জলমহালের জন্য যদি ৩ (তিন) টি বৈধ দরপত্র পাওয়া না যায় তবে পরবর্তী টেন্ডারে একটি মাত্র বৈধ দরপত্র যদি পূর্ববর্তী বৎসরের ইজারামূল্যের চেয়ে ১৫% বেশী হয় তবে তা গ্রহণ করা যাবে। জেলা

জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সংক্ষুব্ধ সমিতি/ব্যক্তি যদি ফেরত না দিয়ে থাকে তবে ৭(সাত) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করতে পারবেন।

জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি / বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ বৈধ দরদাতাকে প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দিবে। জামানতের ১০% অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। টেন্ডার গৃহীত ইজারামূল্য ৩ বছর অপরিবর্তিত থাকবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

৯। কোন যুক্তিসংগত কারণে কোন জলমহাল নির্ধারিত সময়ে বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করবেন।

১০। টেন্ডার ফরম বিক্রির অর্থ, জলমহালর ইজারা মূল্য ও খাস কালেকশনের অর্থ সহ জলমহাল সংক্রান্তে সকল আয়ের অর্থ ' জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ ' নং কোডে জমা রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক ১৫ই বৈশাখের মধ্যে উক্ত খাতে জমাকৃত অর্থের বিবরণ ভুমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন।

১১। টেন্ডারে অথবা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাকৃত জলমহালগুলি কোন ক্রমেই সাব লীজ দেয়া যাবে না, যদি সাব লীজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা/ সমিতি পরবর্তী ৩ (তিন) বছর কোন জলমহালের ইজারা সংক্রান্ত কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারা নিতে পারবে না।

১২। যে সকল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি / ইজারা গ্রহীতা এর নিকট কোন জলমহালের বকেয়া রাজস্ব পাওনা রয়েছে অথবা যাদের বিরূদ্ধে জলমহাল রাজস্ব সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মোকদ্দমা আছে তারা জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত টেন্ডার কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না এবং তাদেরকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়ও কোন জলমহাল ইজারা প্রদান করা যাবে না। তথ্য গোপন করে অথবা ভুল তথ্য পরিবেশন করে কেহ যদি জলমহাল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল বন্দোবস্ত পায় তাহলে তা বাতিল করা হবে। জামানতের অর্থ সহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

১৩। উপজেলা পর্যায়ে জলমহাল ব্যবস্থপনা ও তদারকী করার জন্য নিম্নরূপ উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠণ করা হলোঃ-

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার — সভাপতি

(খ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা — সদস্য

(গ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা — সদস্য

(ঘ) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা — (যদি থাকে)

(ঙ) জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কর্তৃক

মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি — সদস্য

(চ) কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি — সদস্য

(ছ) সহকারী কমিশনার (ভুমি) — সদস্য সচিব

যে উপজেলায় সহকারী কমিশনার নেই সে উপজেলায় , উপজেলা মৎস্য/ সমবায় কর্মকর্তা সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

১৪। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলীঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলার অর্ন্তগত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলছে কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা;

(খ) যে সকল সমবায় সমিতি / ইজারা গ্রহীতা, টেন্ডার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করেছে সেগুলি ইজারার শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করছে কিনা তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ করা।

(গ) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা, কমিটি কর্তৃক চাহিত তথ্য/ মতামত/ সুপারিশ প্রেরণ করা,

(ঘ) উপজেলার ভৌগলিক সীমায় অবস্থিত সকল জলমহাল এর ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ করে মতামত ও সুপারিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রতি বৎসর ১৫ ই চৈত্র্যের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।

(১৫) কোনক্রমেই কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে তিনটির অধিক জলমহাল ইজারা / বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

৮। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/ জলাশয় ব্যবস্থাপনাঃ

যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয় ৩-৫ বছর মেয়াদে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদানের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয় সমূহ নিম্নবর্ণিত যুব সমিতিকে টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা যাবেঃ-

(ক) নিবন্ধণকৃত যুব সমবায় সমিতি ও যুব মহিলা সমবায় সমিতি;

(খ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/ মৎস্য অধিদপ্তর হতে মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (সনদপত্র ধারী) যুব সমিতি;

(গ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত (নিবন্ধণকৃত) যুব সংগঠন।

(২) নিম্ন বর্ণিত ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয় সমূহ এই নীতিমালার আওতায় ইজারা প্রদান করা যাবে না।

(ক) আদর্শ গ্রাম ও এবং আশ্রয়ন প্রকল্প এলাকাভুক্ত জলাশয়সমূহ;

(খ) অর্পিত এবং পরিত্যক্ত জলাশয়সমূহ

(গ) ইউনিয়ন ভুমি অফিস, সহকারী কশিশনার (ভুমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসকের অফিস সংলগ্ন সরকারী খাস জলাশয় সমূহ

(ঘ) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বা পাবলিক ইজমেন্টের জন্য ব্যবহৃত জলাশয়সমূহ;

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ জেলা পরিষদ ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত তাদের নিজস্ব জলাশয়সমূহ।

(৩) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরশনের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয় সমূহ নিম্নলিখিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

সিটি জলমহাল (যুব) কমিটি

(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সভাপতি
(খ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(গ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(ঘ) সহকারী কমিশনার(ভুমি)	সদস্য
(জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	
(ঙ) একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী	সদস্য
(যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(চ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তার প্রতিনিধি	সদস্য
(ছ) জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(৪) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকার ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ নিম্নলিখিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

উপজেলা জলমহাল (যুব) কমিটি

ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
গ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
ঙ) একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী	সদস্য
(যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	
চ) উপজেলা উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্যসচিব

যে উপজেলায় যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ..... উপজেলায় জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত পাশ্ববর্তী উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

৫। যে উপজেলায় যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নেই সে উপজেলার জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত পাশ্ববর্তী উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সদস্য- সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫) কমিটির সভাপতিগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের ইজারাযোগ্য জলাশয়সমূহের তালিকা তৈরী করে প্রতি বছর ১লা মাঘ হইতে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে টেন্ডার আহ্বান করবেন। ১৫ই ফাল্গুনের পূর্বে ১ম টেন্ডারের তারিখ ধার্য করে প্রথম টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতেই পরপর ৩(তিন)টি তারিখ নির্ধারণ করে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন।পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্যের উপর ১৫% বর্ধিত হারে সরকারী ইজারা মূল্য ধার্য করতে হবে। টেন্ডার ফর্মের মূল্য ১০০/-(একশত) টাকা (অফেরৎযোগ্য), টেন্ডারে উদ্ধৃত মূল্যের ৫% তপসিলি ব্যাংক এর ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার কমিটির সভাপতির অনুকুলে জামানত হিসেবে প্রদান করতে হবে। টেন্ডার ফরম সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পরিষদ কার্যালয় সমূহ হতে বিক্রি করা হবে।

(৬) সিটি কর্পোরেশন এলাকার টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র ও একটি স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রে (যদি থাকে) প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের বাহিরের এলাকার টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত একটি স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রে (যদি থাকে) প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। টেন্ডার আহ্বানের ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সিটি কর্পোরেশন(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারী, আধা-সরকারী দপ্তরসমূহ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরভূমি অফিসে (তহশীল অফিসে) টেন্ডার নোটিশ টাংগিয়ে জারী করতে হবে। অনিবার্য কারণ বশতঃ টেন্ডারের তারিখ পরিবর্তন করা প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট জলমহাল কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরে লিখিত নোটিশ টেন্ডার দাখিলের স্থানে জারী করতে হবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংশ্লিষ্ট উপনির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে একই দিন একই সময়ে টেন্ডার দাখিল করা যাবে। সভাপতি অথবা তার একজন প্রতিনিধি টেন্ডার খোলার সময় অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এবং সর্বোচ্চ টেন্ডার দাতার নাম টেন্ডার খোলার সময় ঘোষনা করবেন। সভাপতিসহ নূন্যতম তিনজন সদস্য নিয়ে কমিটির কোরাম গঠিত হবে। টেন্ডার দাখিলের তিন দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল কমিটির সভা করে টেন্ডারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি যদি জামানত ফেরত না দিয়ে থাকে তবে ৭(সাত) দিনের

মধ্যে জেলা প্রশাসক এর নিকট আপীল দায়ের করতে পারবেন। ১০(দশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক তা নিষ্পত্তি করবেন।

(৭) টেন্ডারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৩(তিন)টি বৈধ দরপত্রের প্রয়োজন হবে। প্রথম টেন্ডারে কোন জলাশয়ের জন্য যদি ৩(তিন)টি বৈধ দরপত্র পাওয়া না যায় তবে পরবর্তী টেন্ডারে একটি মাত্র বৈধ দরপত্র যদি পূর্ববর্তী বৎসরের ইজারা মূল্যের চেয়ে ১৫% বেশী হয় তবে তা গ্রহণ করা যাবে। পরপর ৩(তিন)টি টেন্ডারে সরকারী মূল্যের উপযুক্ত প্রকৃত যুব সমিতি পাওয়া না গেলে ৪র্থ টেন্ডারে মৎস্য চাষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/মৎস্য অধি দপ্তর কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত) কোন যুবক টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রয়োজনে একাধিক টেন্ডার আহ্বান করা যাবে।

(৮) কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ বৈধ দরদাতাকে প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে সরকারের জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ন টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক /উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনতিবিলম্বে জলমহালের দখল ইজারা গ্রহিতাকে বুঝিয়া দিবেন। জামানতের ৫% অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। দ্বিতীয় বছরের সম্পূর্ন ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে প্রচার করতে হবে। ৩য়,৪র্থ ও ৫ম বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য পরবর্তী বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। টেন্ডারে কোন জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্যের উপর ১৫% বর্ধিত হারে ১ম বছরের ইজারা নির্ধারণ করতে হবে। পরবর্তী ২য় ও ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বছর ১ম বছরের সমপরিমাণ ইজারা মূল্য আদায় করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধের ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত কোনক্রমেই ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

(৯) কোন যুক্তিসংগত কারণে কোন জলমহাল নির্ধারিত সময়ে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে জলমহাল বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার .....রাজস্ব আদায় করবেন।

(১০) টেন্ডার ফরম বিক্রির অর্থ, জলমহালের ইজারামূল্য ও খাস কালেকশনের অর্থসহ জলমহাল সংক্রান্তে সকল আয়ের অর্থ সরকারের " জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১" নং কোডে জমা রাখতে হবে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার ১৫ই বৈশাখের মধ্যে উক্ত খাতে জমাকৃত অর্থের বিবরণ ভূমি মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(১১) টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারাকৃত জলমহালগুলি কোনক্রমেই সাবলীজ দেয়া যাবে না, যদি সাবলীজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেযাপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীত/সমিতি পরবর্তী ৩(তিন) বছর কোন জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত কোন টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

(১২) তথ্য গোপন করে অথবা ভূল তথ্য পরিবেশন করে কেউ যদি জলমহালের টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করে কোন জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পায় তাহলে তাদের নামে বন্দোবস্তকৃত ইজারা জেলা প্রশাসক

/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাহা বাতিল করবেন। জামানতের অর্থসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

(১৩) কোনক্রমেই কোন যুব ও যুব মহলিা সমিতি/ব্যক্তিকে তিনটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

৯) (ক) ইজার/বন্দোবস্ত বাতিলকৃত জলমহাল জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট কমিটি (প্রযোজ্যক্ষেত্রে বিধি মতাবেক পূর্ন ইজারা ব্যবস্থা করবেন।

খ) ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইজারা গ্রহীতা সকল অধিকার বিলুপ্ত হইবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারার গ্রহীতার কোন প্রকার দাবি/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

(১০) সকল বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলহালের মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা মৎস্য আহরন পরিবেশ গত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

(১১) মাছের অভয় আশ্রম সৃষ্টি এবং মাছ চাষ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কিছু সংখ্যক জলমহালকে সংরক্ষিত জলমহাল হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

(১২) জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এই নীতিমালা পরিপন্থি ইতিপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ/নির্দেশ পরিপত্র/নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল করা হল।

মোঃ আব্দুল আলিম খান

সচিব

তারিখঃ১১/১২/২০০৫খ্রিঃ

স্মারক নং-ভূঃ

সদয় অবগতির ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১১। জেলা প্রশাসক,.....রংপুর (সকল)।

স্বাক্ষর/-

(মাঃ জুলফিকার হায়দার)

সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর

(এস, এ শাখা)

স্মারক নং--জেপ্রর/এস, এ/ও-৮৮(৮)

অনলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ----------(সকল), রংপুর।

২। জেলা মৎস্য অফিসার, রংপুর।

৩। জেলা সমবায় অফিসার, রংপুর।

৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ----------(সকল), রংপুর।

৫। সংরক্ষণ নথি।

(মনোজ কুমার রায়)

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর,

রংপুর।

ফোন-৬২৬২৭(অফিস)।